তারিখ 7 JUL 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

দৈনিক
জনকণ্ঠ

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় আবারও ৯ জুলাই পর্যন্ত বাড়ল

বিভাষ বাড়ৈ ॥ একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি নিয়ে লাখ লাখ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের উদ্বেগ কাটাতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ভর্তির জন্য তিন দফায় সময় বাড়ানোর পর আবারও ৯ জুলাই পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়েছে। যেসব শিক্ষার্থী এর আগে ভর্তির জন্য মনোনীত হয়েও কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়নি, তারা এই সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কলেজে ভর্তি হতে পারবে। এমনকি যারা ইতোমধ্যে কোন কলেজে ভর্তি হয়েছে কিন্তু পছন্দের কলেজ পায়নি তারাও ৯ জুলাইয়ের মধ্যে তাদের ভর্তি বাতিল করতে পারবে। ভর্তি বাতিলের পর নতুন কলেজের জন্য আবার আবেদনের সুযোগ পাচ্ছে তারা।

একাদশ শ্রেণীতে এবারের ভর্তির সর্বশেষ পদক্ষেপ সম্পর্কে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির সভাপতি অধ্যাপক মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেছেন, আমরা সর্বোচ্চ সুযোগ শিক্ষার্থীদের দিচ্ছি যাতে সকলেই উপকৃত হয়। অনেকে হয়ত পারিবারিক সীমাবদ্ধতার কারণে নির্দিষ্ট সময় কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। আবার অনেকে তার পছন্দের কলেজে সুযোগ পায়নি, বাধ্য হয়ে ভর্তি হয়েছে। ফলে এখন আমরা সকলের জন্যই একটা সুযোগ রাখার চেষ্টা করেছি। আবেদনের সকল প্রক্রিয়া ও নির্দেশনা স্ব স্ব শিক্ষা বোর্ড ও ভর্তির ওয়েবসাইটে (www.xclassadmission.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির এক বৈঠকে ভর্তির বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত এসেছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এবার তিন ধাপে সময় বাড়ানোর পরও কোন কলেজেই ভর্তি হয়নি দুই লাখের বেশি শিক্ষার্থী। ফলে এসব শিক্ষার্থী ভর্তির বাইরে রয়ে গেছে। বাদ পড়া এসব শিক্ষার্থীকে আবারও ভর্তির সুযোগ দেয়ার জন্য আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির বৈঠক হয়।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির সভাপতি অধ্যাপক মোঃ মাহবুবুর রহমান। শেষ ধাপের এই ভর্তি কার্যক্রমের পর আগামী ১০ জুলাই বোঝা যাবে ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে মোট কত শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে? কতজন ভর্তি বাতিল করেছে। ৯ জুলাই পরিষ্কার হবে কোন্ কলেজে কত আসন খালি? এর পর ১১ থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত আবার ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। এর মধ্যে যেসব শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদনই করেনি, আবেদন করলেও নিশ্চিত করেনি, যারা ভর্তি বাতিল করেছে এবং যেসব শিক্ষার্থী আবেদন করেও ভর্তি হতে পারেনি তাদের এই ৫ দিন ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে। এর পর ১৭ জুলাই চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে।

এখনও দুই লাখের বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির সভাপতি অধ্যাপক মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীদের কল্যাণে একাদশ শ্রেণীর ভর্তির সময় আবারও বাড়ানো হয়েছে। যারা এখনও ভর্তি হয়নি, তারা এ সময়ের মধ্যে ভর্তি হতে পারবে। তিনি বলেন, ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েও যেসব শিক্ষার্থী এখনও ভর্তির জন্য ১৮৫ টাকা জমা দেয়নি তারা অনলাইনে এই ফি জমা দিয়ে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবেন। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, ৯ জুলাই পর্যন্ত শিক্ষার্থীর আবদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনলাইনে শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল করতে পারবে। আবেদনের মাধ্যমে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ভর্তি বাতিল করা শিক্ষার্থীর প্রাপ্য অর্থ ফেরত দেবে। ৯ জুলাইয়ের মধ্যে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত নিশ্চায়ন করবে না তাদের প্রাথমিক নিশ্চায়ন ও সিলেকশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। ১১ জুলাই প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শিফট/ভার্ষণ/গ্রুপ অনুসারে শূন্য আসনের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। ১১ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই ৫ ধরনের শিক্ষার্থীরা নতুন করে আবেদন করতে পারবে।

এই ৫ ধরনের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আছে তারা যারা যথাযথভাবে পছন্দক্রম না দেয়ায় আবেদন করেও ভর্তির জন্য সিলেকশন পায়নি। যারা আগে একবারে আবেদনই করেনি, যারা সিলেকশন পেয়েও ভর্তির প্রাথমিক নিশ্চায়ন করেনি, যারা সিলেকশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রাথমিক নিশ্চায়ন করেও ভর্তি হয়নি। এছাড়া যারা ভর্তি বাতিল করেছে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড আরও বলছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিলেকশন প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের আগামী ১৮ জুলাই থেকে ২০ জুলাই এর মধ্যে প্রাথমিক নিশ্চায়ন ও প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যাবতীয় কার্যক্রম শেষ করতে হবে। এদিকে এখন যারা কোথাও না কোথাও ভর্তি হয়েছে, তবে তাদের কলেজ পরিবর্তন করার ইচ্ছে আছে তাদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে বোর্ড। ভর্তি বাতিলের বিষয়ে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড বলছে, কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়া প্রতিষ্ঠানের ভর্তি বাতিল করে পুনরায় আবেদন করতে চাইলে তাতে আগামী ৯ জুলাইয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আবেদনের মাধ্যমে ভর্তি বাতিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ওয়েবসাইটের কলেজ সিলেকশনে গিয়ে ক্যানসেল প্যানেলের মাধ্যমে অনলাইনে ভর্তি বাতিল করতে পারবে।

শিক্ষক নিবন্ধনের আবেদনে ভোগান্তি

কারিগরি ত্রুটির কারণে ১৪তম বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধনের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেক প্রার্থীই বলছেন, অনলাইনে আবেদন করতে গিয়ে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারছেন না তারা।